দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...13 DEC 1998...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন যৌন কেলেঙ্কারীতে অভিযুক্ত

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন কেলেঙ্কারির রেশ কাটতে না কাটতে আবারো যৌন কেলেঙ্কারির খবর ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে। এবার আর ছাত্ররা অভিযুক্ত হয়নি। এবারে অভিযুক্ত হয়েছে শিক্ষকরা। আর ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের একজন ছাত্রী। উপাচার্য এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এবং তদন্ত কমিটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য আহ্বান করেছে। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি একটি ট্যাবলয়েড দৈনিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রীর জবানবন্দি ছাপা হয়েছে। তারাও অভিযোগ এনেছেন যৌন নির্যাতনের। তারা অবিশ্যি অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম-ধাম প্রকাশ করেননি। ঘটনা দু'টি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অভিযুক্ত শিক্ষক, যিনি অভিজ্ঞ এবং একজন সিনিয়র শিক্ষকও বটে। প্রফেসরও হয়েছেন তিনি। যৌন কেলেঙ্কারিতে তিনি যখন অভিযুক্ত হন, তখন অবাক হতে হয়। তিনি কতটুকু অভিযুক্ত, কিংবা তিনি কোন ধরনের 'ব্লাক মেইলিং'এর শিকার হয়েছেন কিনা, তা তদন্ত কমিটি যাচাই করবে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে যে বিষয়টি আমাকে বেশী আহত করেছে, তা হচ্ছে একজন শিক্ষক এভাবে যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হবেন কেন। একজন ছাত্রীর সাথে একজন শিক্ষকের সম্পর্ক তো মেয়ের মত। যিনি অভিযোগ এনেছেন তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রী নন। কিন্তু তবুও তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আর ছাত্রী হিসেবে তিনি শিক্ষকদের কাছে সন্তানতুল্য। এক্ষেত্রে একজন ছাত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেন, তখন সত্যিকার অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ভেবে আঁতকে উঠতে হয়। এই জাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গর্ব করতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে এই দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যতজন শিক্ষক মারা গেছেন, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এতজন শিক্ষক মারা যাননি। আন্তর্জাতিক পরিসরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নামডাক রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এভাবে কখনও কোন ছাত্রী শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরাসরি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেননি। তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়নি কখনো। কখনো কখনো প্রকাশ্যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সত্য; কিন্তু তা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ছিল না। তবে যৌন নির্যাতনের ঘটনা যে একেবারে ঘটেনি, তা আমি বলছি না। ঘটনাগুলো প্রকাশ পায়নি, সে কথাই আমি বলতে চাইছি। বিশেষ ছাত্রীকে টিউটরিয়ালে বেশী নম্বর দেয়া, প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা কিংবা ছাত্রীর সাথে 'সম্পর্ক' স্থাপন করে তাকে বিয়ে করা ইত্যাদি ঘটনার কথা কালে-ভদ্রে শোনা যায়। কিন্তু তা কখনই বিভাগীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে উপাচার্য পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ঐসব ক্ষেত্রে বিভাগীয় শিক্ষকরা যতটুকু দায়ী ছিলেন, ঠিক ততটুকুই দায়ী ছিলেন ঐ বিশেষ ছাত্রীটি। ছাত্রীটি সুযোগ নিয়েছেন বিভাগীয় শিক্ষকের দুর্বলতার। কখনও এর পরিণতি বিয়েতে গড়িয়েছে। কখনওবা একটা পর্যায়ে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে এটা সত্য, ছাত্রীরা কখনও কোন অভিযোগ নিয়ে উচ্চমহলে যাননি। এবারের ঘটনাটা ভিন্ন। ছাত্রীরা এবার সোচ্চার। প্রকাশ্যে তারা অভিযোগ এনেছেন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। এটা কি জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনার ফলশ্রুতি?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য আরেকটি সত্যতা যাচাই কমিটি গঠিত হতে পারে। আমি বলবো অভিযুক্ত উক্ত শিক্ষক আজ শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই অপমান করলেন না, বরং এদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই এই কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে। এতে করে ভালো ছাত্ররা এই পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্রটি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশাটি বেছে নেন। কিন্তু এভাবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যদি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে, কিংবা যদি তিনি নকলবাজ হিসেবে অভিযুক্ত হন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্রটি আর এই পেশায় আসবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের জন্য তা মঙ্গল ডেকে আনবে না।

জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিল কয়েকজন ছাত্র। প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ছাত্রীরা যখন আন্দোলন গড়ে তুললো, তখন টনক নড়লো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তদন্ত কমিটি গঠিত হল। তদন্ত কমিটি কয়েকজন ছাত্রকে অভিযুক্ত করলো। এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদের শাস্তি দিল। এর আগে সত্যতা যাচাই কমিটি গঠন করে কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটা ভিন্ন। এখানে জাহাঙ্গীরনগরের মত গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। এখানে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় একজন ছাত্রী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। একই সাথে অপর আরেকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; কিন্তু তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা জানেন। তিনি সময় ক্ষেপণ করার কোন উদ্যোগ নেননি। তিনি দ্রুত একটি কমিটি গঠন করেছেন। এজন্য নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। এ ধরনের কোন ঘটনা যখন ঘটে, তখন তা চেপে রাখতে নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ধর্ষণের ঘটনা চেপে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পারেননি। ছাত্রীদের সফল আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই ধরনের ঝুঁকি নেননি। তিনি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে ছাত্র কিংবা শিক্ষকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। ছাত্র যে কাজটি করে অপরাধী হতে পারে, শিক্ষকও পারেন একই কাজ করে অপরাধী হতে। শিক্ষক ধোঁয়া তুলসি পাতা নন। শুধু উপরে উল্লেখিত ঘটনা কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য আরেকটি সত্যতা যাচাই কমিটি গঠিত হতে পারে। আমি বলবো অভিযুক্ত উক্ত শিক্ষক আজ শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই অপমান করলেন না, বরং এদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই এই কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে। এতে করে ভালো ছাত্ররা এই পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্রটি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশাটি বেছে নেন। কিন্তু এভাবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যদি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে, কিংবা যদি তিনি নকলবাজ হিসেবে অভিযুক্ত হন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্রটি আর এই পেশায় আসবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের জন্য তা মঙ্গল ডেকে আনবে না।

যৌন নিপীড়নের ঘটনায় আরো একটি বিষয়কে সামনে নিয়ে এলো–তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি 'কোড অফ কনডাক্ট' থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কি করা উচিত, কি তিনি করবেন না, এসব ব্যাপারে একটা নিয়ম-নীতি থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বাধীন। সরকার, এমনকি উপাচার্যও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মুক্ত চিন্তার জন্য এটা মঙ্গল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 'অগাধ স্বাধীনতার' অপব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের কর্তৃত্ব থাকলে মুক্ত চিন্তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। কোন জাতির জন্যই তা মঙ্গল নয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে 'স্বাধীনতা' ভোগ করছে, তা একদিকে সঠিক। কিন্তু অন্যদিকে আমরা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করছি। অনেক শিক্ষকই নিয়মমত ক্লাস নেন না। তিনদিনে একশত মার্কের কোর্স শেষ করেছেন–এমন ঘটনাও ঘটেছে। একজন শিক্ষক তার কোর্সের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। তিনি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করবেন। টিউটরিয়ালের নাম্বার দেবেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রভাবান্বিত হতে পারেন। তিনি বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারেন–কখনও সহকর্মীদের দ্বারা, কখনওবা বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর প্রতি দুর্বল হয়ে তিনি প্রভাবান্বিত হতে পারেন। আর সমস্যাটা সৃষ্টি হয় তখনই। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ছাত্রীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটিও একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ছাত্রী কেন, বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগের শিক্ষকের সম্পর্ক থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। বিদেশে পড়াশুনা করতে গিয়ে দেখেছি একজন শিক্ষক কতটুকু 'আপন' হতে পারেন একজন ছাত্রের কাছে। আমি আমার এক সহকর্মীর কথা জানি, যার পিএইচডি'র গবেষক তার ছাত্রাবাসে গিয়ে তার গবেষণাকর্মটি ঠিকঠাক করে দিতেন। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যাকে পেয়েছিলাম, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল মধুর। প্রতি রোববারে আমরা, তার পিএইচডি'র ছাত্ররা তার বাসায় আড্ডা দিতাম। এটা ছিল নিয়মিত। তবে সেই আড্ডা ছিল অনেকটা সেমিনারের মত। এক একজনকে প্রতি আড্ডায় একটি বিষয় উপস্থাপন করতে হ'ত–তারপর চলতো আলোচনা। এভাবেই ছাত্রের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আমরা বিদেশে শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন 'সাজেশন' পাইনি। কেননা এখানে 'সাজেশন'-এর দরকার হয় না। বাংলাদেশে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে দেখেছি, এখানে যে যত বেশী 'সাজেশন' দেয়, সে তত বেশী জনপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্ররা এখানে নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য কিছু পড়তে চায় না। পরীক্ষার আগে এখানে 'সাজেশন' দিতে হয়। ছাত্রদের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক এখানে যেন অনেকটা তাকে পাস করিয়ে দেবার মত। কিন্তু ছাত্রের সাথে শিক্ষকের এই সম্পর্ক তো থাকা উচিত নয়। আর ছাত্রীদেরইবা কেন বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হবে? ছাত্রী তো মেয়ের মতই। আমার মেয়েকে আমি যেভাবে দেখি, সেভাবেই আমি দেখবো আমার ছাত্রীদের। একজন ছাত্রী আমার সম্পর্কে যদি কোন খারাপ মন্তব্য করে, শিক্ষকতার জীবনে আমার জন্য সেটা হবে একটা বড় ব্যর্থতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক এখন প্রশ্নের মুখোমুখি। একজন ছাত্রী উপাচার্যের কাছে অভিযোগ করেছেন। আর কেউ কেউ নাম প্রকাশ না করে পরোক্ষ অভিযোগ এনেছেন যৌন হয়রানির। প্রথম অভিযোগটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগে যদি সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত। আর অভিযোগে যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে যিনি অভিযোগ এনেছেন, তার শাস্তি হওয়া উচিত। এভাবে যদি অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া না যায়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে। এক ঘটনা আরেক ঘটনার জন্ম দেবে। এবং পরিণামে যৌন নিপীড়নকে উৎসাহিত করা হবে। এখানে শৈথিল্যের কোন সুযোগ নেই। অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেক কেলেঙ্কারী 'চাপা' দেয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়া, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ইত্যাদি ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের ঘটনা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ ছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী উঠলেও, বর্তমান উপাচার্য তা এড়িয়ে গেছেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হলে, এ ধরনের অনেক ঘটনাই বেরিয়ে পড়তো। আজ যৌন কেলেঙ্কারীর ঘটনায় উপাচার্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তাকে সাধুবাদ জানাই। তদন্তে সবকিছু বেরিয়ে আসুক। সত্য প্রকাশিত হোক। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা তখনই ফিরে পাবে, এর আগে নয়। □